দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG 19 2002

নতুন নিয়মকানুনে চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

রকীবুল হক রকীব ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নিয়মকানুন পরিবর্তন হয়ে চালু হয়েছে নতুন নিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান বৃদ্ধি, সেশনজট নিরসন ও সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান এ সকল পরিবর্তন আনেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে সময়সূচীতে। প্রচলিত নিয়মে ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও একাডেমিক কার্যক্রমের সময়সূচী ছিল সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। এতে মূলত অঘোষিতভাবে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাস চালু থাকত। ফলে একাডেমিক ও অফিসিয়াল কার্যক্রমে দেখা দিত চরম স্থবিরতা ও জট। ভিসির ভাষায় এটি একটি কোচিং সেন্টার ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্রের ন্যায় চালু ছিল। তাই তিনি এ সকল সমস্যা অনুধাবন করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টার পরিবর্তে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত করেন। এর সাথে নামাজ ও খাবারের জন্য ১টা থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখেন। এবং বৃহস্পতিবার বেলা ১টা পর্যন্ত অর্ধ কার্যদিবস ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, নতুন সময়সূচীতে প্রতিটি ক্লাসের মেয়াদ ৪০ মিনিটের পরিবর্তে ১ ঘন্টা করা হয়েছে।

উক্ত সময়সূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনের সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ১ জুলাই থেকে এই নতুন সময়সূচী কার্যকর হয়েছে। নতুন সময়সূচী কার্যকর হওয়ার পর ক্যাম্পাসের চিত্রও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

পূর্বেকার স্বল্প মেয়াদের সময়সূচীতে বেলা ১২টার পর যেখানে ক্যাম্পাস জনশূন্য হয়ে যেত, সেখানে এখন বিকাল পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠছে। এতদিন লাইব্রেরী প্রায় ছাত্রছাত্রীশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকলেও এখন সে দৃশ্য পাল্টে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে জমজমাট লাইব্রেরীতে এখন বসার জায়গা পাওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষকগণও পেয়েছেন তাদের গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময়। নতুন সময়সূচী কার্যকর হওয়ার উপকারিতা স্বীকার করে কম্পিউটার বিভাগের মিল্টন, দাওয়াহ বিভাগের ওবায়দুল্লাহ, আইন বিভাগের ছাত্র জনিসহ অনেক ছাত্রছাত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হল জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কেন্দ্র, নতুন সময়সূচীতে এই উদ্দেশ্য লাভের পথ উন্মোচিত হয়েছে। তবে উল্লেখিত ছাত্রছাত্রীসহ অনেক শিক্ষকেরও অভিযোগ যদিও নতুন সময়সূচী বাস্তবসম্মত ও অত্যন্ত সফল কিন্তু কিছু সুবিধাবাদী শিক্ষকদের অবহেলায় উক্ত সফলতা অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী বলে তারা মনে করেন।

পূর্বেকার ভিসিদের নিয়ম ভঙ্গ করে বর্তমান ভিসি নিজে ক্যাম্পাসস্থ বাসভবনে অবস্থান করে শিক্ষক-কর্মকর্তাদেরকেও শহরমুখী হওয়া থেকে ফিরিয়ে ক্যাম্পাসমুখী করেন। এমনকি দায়িত্বশীল শিক্ষকদেরকে ক্যাম্পাসে অবস্থান আবশ্যিক করে দেন। যা আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে ছাত্রী হলগুলোতে পুরুষ প্রভোস্ট ও হাউস টিউটর হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান ভিসি ছাত্রীদের সুবিধার্থে উক্ত নিয়ম পরিবর্তন করে মহিলা প্রভোস্ট ও হাউস টিউটর নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এতে ছাত্রীরা খুবই খুশী।

ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের এ্যাম্বুলেন্সটি ব্যবহারের কোন নিয়মনীতি না থাকায় এটি রোগীদের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ছাত্রনেতাদের বাহনে পরিণত হয়েছিল। ফলে প্রতি সপ্তাহে ১০ হাজার টাকারও অধিক তেল খরচ হত। ভিসি এটি রোগীদের ব্যবহারের জন্য নিজের বাসভবনে রেখে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ব্যবহারের নিযম চালু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল একটি উন্নতমানের ক্যাফেটেরিয়া চালু করা। ভিসি এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জরুরীভাবে একটি ক্যাফেটেরিয়া চালু করেন। এছাড়া ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট-বড় আরও অনেক নিয়ম পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম চালু করেন। এসব মিলিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন নতুন সাজে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে।